সংবাদ

0 8 JUN 2007

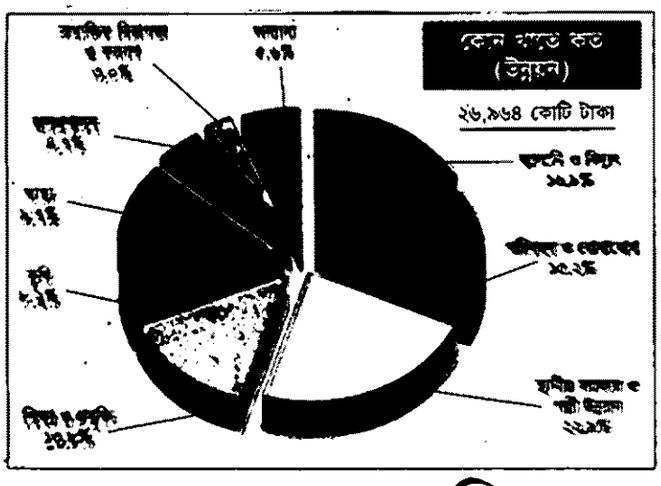

১৫ হাজার নয়া শিক্ষক নিয়োগ : ৫৫ হাজার শিক্ষার্থী পাবে উপবৃত্তি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হয়েছে, আগামী অর্থবছরে ১৫ হাজার নতুন প্রথমিক শিক্ষক নিয়োগ, ৫৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান, ১৮ হাজার ১৮৬টি নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে এবং গণশিক্ষায় সাক্ষরযোগ্যতা অর্জনকারী ৬ লাখ ৫০ হাজার জনকে আগামী অর্থবছরের মধ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে ৩ হাজার ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই টাকার ৬৩ ভাগ ব্যয় করা হবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য। এছাড়া শিক্ষা গবেষণায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়ন নির্ভর করে

পাবে : পৃঃ ২ কঃ ৬

সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ২০০৭-'০৮ অর্থবছরের বাজেটে মোট ১২ হাজার ১৪০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ২ ভাগ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ হাজার ৬০৮ কোটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৬ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় ৩ হাজার ৩৭১ কোটি এবং উন্নয়ন ব্যয় ২ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় ৫ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। বাসস।

অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম গতকাল ২০০৭-'০৮ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় একথা বলেন।

পাবে : উপবৃত্তি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের জন্য শিক্ষা ও গবেষণায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ভৌত-বিজ্ঞান, জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও গাণিতিক বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিভাগ স্বীকৃত ও সুপরিচিত জার্নালে কমপক্ষে ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করবে এবং একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করতে পারবে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে। এটি উচ্চশিক্ষায়-গবেষণা ও বিনিয়োগের সরকারের এক নতুন উদ্যোগ।

আগামী অর্থবছরে ১৫ হাজার নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, যার ৬০ ভাগ হবেন মহিলা। ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ৫৫:১ থেকে বেড়ে ৪৬:১ হবে। একই সঙ্গে ৫৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি দেয়া হবে। ১১ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে।
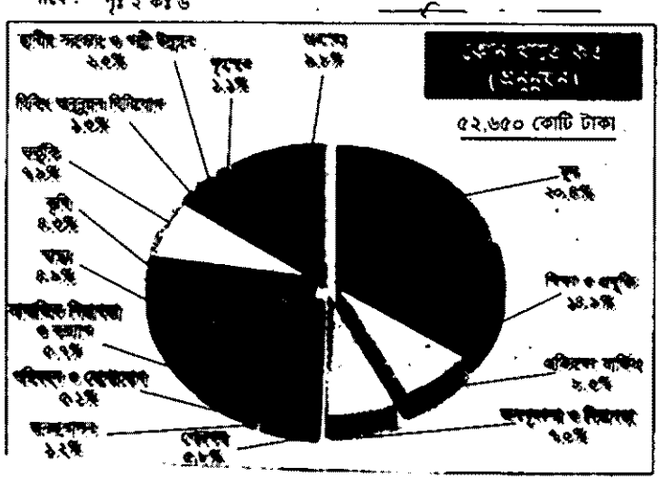
আগামী বছরে ১০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নতুন করে ১৮ হাজার ১৮৬টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে। এদিকে গণশিক্ষায় সাক্ষরযোগ্যতা অর্জনকারী ৬ লাখ ৫০ হাজার জনকে আগামী অর্থবছরের মধ্যে অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মসজিদ ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হবে।